তারিখ ·13·MAY·2016···
পৃষ্ঠা ··২··৩·· কলাম···৬···

প্রথম আলো

এসএসসির ফল বিশ্লেষণ

পিছিয়ে মফস্বলের শিক্ষার্থীরা

মোশতাক আহমেদ

চলতি বছরের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষার ফল সার্বিকভাবে ভালো হলেও শহরাঞ্চলের চেয়ে মফস্বল এলাকার ফল খারাপ হয়েছে। পাসের হার ও জিপিএ-৫ উভয় দিক দিয়েই মফস্বল এলাকার শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে। বেশি ভালো ফল করেছে মহানগর এলাকার শিক্ষার্থীরা। প্রায় প্রতিটি শিক্ষা বোর্ডেরই একই চিত্র।

গত বুধবার প্রকাশিত এসএসসির ফল বিশ্লেষণ করে এ চিত্র পাওয়া যায়। শিক্ষাবিদ এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) কয়েকজন কর্মকর্তা বলেন, ফলে এই ব্যবধানের অন্যতম কারণ হিসেবে মফস্বল এলাকার স্কুলগুলোর বড় সমস্যা হলো, একদিকে পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই, অন্যদিকে ভালো শিক্ষকের অভাব। এ ছাড়া অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণও রয়েছে।

মাউশির সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, সারা দেশে সরকারি স্কুলে ১ হাজার ৭০৩ জন সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য। শূন্য থাকা পদগুলোর প্রায় সবই মফস্বলের বিদ্যালয়গুলোর। বিপরীতে ঢাকার বিদ্যালয়গুলোতে কোনো পদ শূন্য নেই।

জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক অধ্যাপক সিদ্দিকুর রহমান *প্রথম আলো*কে বলেন, শিক্ষার গুণগত মান যেসব বিষয়ের ওপর নির্ভর করে, তার মধ্যে অন্যতম হলো ভালো শিক্ষক। মফস্বলে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোতে এখন ভালো শিক্ষকের খুবই অভাব। এর মধ্যে ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞানের বিষয়গুলোতে আরও বেশি সংকট। ফলে মফস্বলের শিক্ষার্থীরা ভালোভাবে বুঝতে পারে না। অন্যদিকে শহরে ভালো শিক্ষক যেমন আছেন, তেমনি অভিভাবকেরাও সন্তানদের জন্য কোচিং-প্রাইভেট করানোসহ বাড়তি নজর দেন। যেটা গ্রামে কম হয়। বরং এখন গ্রামের সচ্ছল পরিবারের সন্তানদের পড়াশোনার জন্য জেলা কিংবা উপজেলায় পাঠানো হচ্ছে। এ জন্য গ্রামে ফল ভালো হচ্ছে না। তাই সবার আগে মফস্বলের বিদ্যালয়গুলোতে ভালো শিক্ষক নিশ্চিত করতে হবে।

এবার আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীন এসএসসি পরীক্ষায় পাসের হার ৮৮ দশমিক ৭০ শতাংশ এবং জিপিএ-৫ পেয়েছে ৯৬ হাজার ৭৬৯ জন। উভয় ক্ষেত্রেই গতবারের চেয়ে ভালো ফল করেছে শিক্ষার্থীরা।

ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীন ঢাকা মহানগরসহ ১৭ জেলার ফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, ঢাকা মহানগরসহ আশপাশের দু-একটি জেলার ফল অনেক ভালো। বিপরীতে দূরের জেলাগুলোর ফল খারাপ। এই বোর্ডে সবচেয়ে খারাপ ফল করেছে গোপালগঞ্জ জেলার শিক্ষার্থীরা। এই জেলায় পাসের হার ৮০ দশমিক ৯৩ শতাংশ। অথচ ঢাকা বোর্ডে গড় পাসের হার ৮৮ দশমিক ৬৭ শতাংশ। গোপালগঞ্জে ভালো ফলের সর্বোচ্চ সূচক জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩৬২ জন। বিপরীতে ঢাকা মহানগরে পাসের হার ৯৪ দশমিক ২৬ শতাংশ, যা জাতীয় গড় পাসের হারের চেয়েও ৫ দশমিক ৩৯ শতাংশ বেশি। ঢাকা

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ১

মফস্বলের শিক্ষার্থীরা

শেষ পৃষ্ঠার পর

মহানগরে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৮ হাজার ৯৩৫ জন, যা ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের মোট জিপিএ-৫-এর প্রায় অর্ধেক। ঢাকার পার্শ্ববর্তী গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জে পাসের হার যথাক্রমে ৯১ দশমিক ১৫ ও ৯১ দশমিক ১৪ শতাংশ। এই দুটি জেলা শহর এখন মহানগর হয়েছে। গাজীপুরে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২ হাজার ৫১১ জন, নারায়ণগঞ্জে ২ হাজার ৩২১। অথচ ঢাকা থেকে ১৬২ কিলোমিটার দূরের নেত্রকোনায় জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬১৫ জন, পাসের হারও কম। ফরিদপুরে পাসের হার ৮৩ দশমিক ৬০ শতাংশ। শরীয়তপুরে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৮২ জন, পাসের হার ৮৫ দশমিক ৯৪ শতাংশ।

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের অধীন খাগড়াছড়িতে পাসের হার গতবারের চেয়ে প্রায় ১০ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ৭৮ দশমিক ৭৪ শতাংশ। অথচ চট্টগ্রাম মহানগরে পাসের হার ৯৫ দশমিক ৩৩ শতাংশ। মহানগর বাদে চট্টগ্রাম জেলার পাসের হারও ৯০ দশমিক ৩৭ শতাংশ। তুলনামূলকভাবে খারাপ ফল হয়েছে রাঙামাটি (৮৪ শতাংশ) ও বান্দরবানে (৮২ দশমিক ৬৪ শতাংশ)।

সিলেট শিক্ষা বোর্ডের সিলেট জেলায় যেখানে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫৫৭ জন, সেখানে সুনামগঞ্জে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১০১ জন। পাসের হারেও ওই বোর্ডে মৌলভীবাজার ও সুনামগঞ্জ পিছিয়ে। যশোর বোর্ডের মধ্যে খুলনায় পাসের হার ৯৩ দশমিক শূন্য ৮ শতাংশ। যশোরে পাসের হার ৯২ দশমিক ১৪, তবে মাগুরায় পাসের হার ৮৭ দশমিক ২৫ শতাংশ। রাজশাহী, দিনাজপুর, কুমিল্লা বোর্ডেও প্রায় একই রকম চিত্র দেখা যায়।

জানতে চাইলে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড ও আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির চেয়ারম্যান মাহবুবুর রহমান *প্রথম আলো*কে বলেন, এমন চিত্রের মূল কারণ আর্থসামাজিক অবস্থা। কারণ, শহরের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার পেছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়। অনেকে কোচিংয়ের পাশাপাশি একাধিক গৃহশিক্ষক রাখেন। বিপরীতে মফস্বলের অনেক ছাত্র নিজেই কাজ করে পড়াশোনা করছে। আবার শহরের স্কুলের মতো সুযোগ-সুবিধা মফস্বলের স্কুলে নেই। এ কারণে ফলাফলে ব্যবধান বেশি হচ্ছে। তিনি বলেন, মফস্বল এলাকায় গণিত, ইংরেজি ও বিজ্ঞানে দুর্বলতা কাটাতে প্রায় দুই হাজার বিদ্যালয় বাছাই করে বিশেষ প্রকল্প নিয়ে কাজ চলছে।